দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 18 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষাঙ্গন

নয়া উদ্যোগ ঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

।। মোঃ মাহবুবুল আলম ।।

টঙ্গী ঃ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সারিতে যুক্ত হল আরো একটি নাম – ''বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।''

প্রচলিত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি, কার্যক্রম ও ভর্তি ব্যবস্থা ব্যতিক্রমী।

আমাদের দেশে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আগে থেকেই রয়েছে। ১৯৬৯ সালে সর্ব প্রথম ইংল্যান্ডে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীর ইন্দিরা গান্ধী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের আল্লামা ইকবাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, থাইল্যান্ডের সুকুথাই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ইরানের ফ্রি বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের টিভি বিশ্ববিদ্যালয়সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৫০টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

''উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'' নামকরণের পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তা হচ্ছেঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত পদ্ধতি থেকে মুক্ত। ছাত্র–ছাত্রীরা বয়সের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। কোর্সসমূহ মেয়াদ থেকে মুক্ত। ক্লাস শ্রেণীকক্ষ থেকে মুক্ত। ছাত্র–শিক্ষক যোগাযোগ থেকে মুক্ত।

অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত নিয়ম থেকে মুক্ত। টেলিভিশন, বেতার ও অন্যান্য যোগাযোগে এখানকার ক্লাস চালানো হবে। অর্থাৎ দূরশিক্ষণই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মৌলিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশের বৃহৎ ও বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া এবং জনশক্তি উন্নয়নে সহযোগিতা করা। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত কোর্স হচ্ছে প্রধান তিনটিঃ

(১) সার্টিফিকেট কোর্স, (২) ডিপ্লোমা কোর্স, (৩) ডিগ্রী কোর্স।

সার্টিফিকেট কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হলঃ বাংলা ভাষা, ইংরেজী ভাষা, আরবী ভাষা, গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, অটোমোবাইল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও এসএসসি।

ডিপ্লোমা কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি সম্প্রসারণ, কম্পিউটার।

ডিগ্রী কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিগ্রী ও নার্সিং–এ ডিগ্রী।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুসরণের জন্য জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সাহায্য নিবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি স্কুল নিয়ে একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এগুলো হচ্ছেঃ স্কুল অব এডুকেশন, স্কুল অব হিউমেনেটিজ এণ্ড ল্যাংগুয়েজ, স্কুল অব ম্যানেজম্যান্ট, স্কুল অব সায়েন্স, স্কুল অব হেল্থ সায়েন্স, স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এবং স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স এন্ড ওম্যান স্টাডিজ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোন নির্ধারিত না থাকলেও প্রতি বছর প্রায় গড়ে ১ লাখ ২৫ হাজার ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ কাজ সমাপ্ত না হবার পূর্ব থেকেই অর্থাৎ চলতি বছর থেকেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। চলতি সেসনে ২৮ হাজার আবেদনকারীর ৫ হাজারকে প্রশিক্ষণে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়। এখানে ছাত্র–শিক্ষকদের মধ্যে কোন সরাসরি যোগাযোগ থাকবে না। এখানে যারা শিক্ষার্থী হবেন তাদের শিক্ষাদানের জন্য সারা দেশে ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৮০টি শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে যার মাধ্যমে পাঠদান তৎপরতা পরিচালনা করা হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি মূলত কিছু পড়া, কিছু শোনা, কিছু দেখা অর্থাৎ টেলিভিশন, রেডিও ও ডাক যোগাযোগ নির্ভর।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীদের কোলাহল থেকে মুক্ত থাকবে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের আসার খুব একটা প্রয়োজন হবে না। ক্যাম্পাসে প্রশাসনিক কার্যালয়, টেলিভিশন চ্যানেল ও যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকবে। বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ শিক্ষার্থীর ঠিকানায় ডাক মারফত পাঠানো হবে। ক্লাস হবে টিভিতে, বেতারে, কোন বিষয়ে কখন কাদের ক্লাস হবে তার সূচী জানানো হবে। টিভিতে যেসব ক্লাস প্রচার করা হবে সেগুলোতে শুধু বিষয়ের উপর বক্তৃতাই থাকবে না, সাধারণ ক্লাসের মত কিছু ছাত্র–ছাত্রীদের উপস্থিতি থাকবে যারা দর্শক শিক্ষার্থীদের পক্ষ হয়ে পঠিত বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষক তার উত্তর দিবেন। প্রচারিত কোন প্রোগ্রাম যদি কেউ না দেখতে পারেন তাহলে সে শিক্ষার্থী আঞ্চলিক অফিস, শিক্ষাকেন্দ্র সরবরাহকৃত বই বা অডিও–ভিডিও ক্যাসেট থেকে তা শিখে নিতে পারবেন। যেহেতু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তেমন কোন বৃহৎ ভবন নেই বা যা রয়েছে তাতে এত বেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে একত্রে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ হয়তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, আর এ কারণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে গ্রীষ্মের ছুটিতে। যখন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ব্যবহৃত হবে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পাঠদান পরিচালনার জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় কারিকুলাম ও শিক্ষক।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন উপাচার্য, একাধিক উপ–উপাচার্য, ১০ জন আঞ্চলিক পরিচালক, অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, বিশেষজ্ঞসহ প্রায় ৭শ' কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকবেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ক্লাস চালানোর জন্য একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেল থাকবে। এটি স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬–৩০ মিঃ পর্যন্ত আপাততঃ একটি সময় দিয়েছে এর কার্যক্রম চালাবার জন্য। যা শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন প্রচার হবে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র দূরশিক্ষণে বিএড কোর্স চালানো হবে। ১৯৯১–৯২ থেকে জুন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। টঙ্গীস্থ সাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়–এর পরিত্যক্ত ক্যাম্পাসের ৩৫ একর জমির ওপর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। সর্বমোট ১শ' ৬৫ কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হতে যাচ্ছে যার আর্থিক সংস্থান হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ। ১৯৯২–৯৩ অর্থবছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ৩৮কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। চলতি বছরে মিডিয়া সেন্টারসহ ও অন্যান্য ভবনাদির নির্মাণ–কাজ করা হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম, শমসের আলী এই প্রতিনিধিকে জানান, দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি আলাদা ধরনের হলেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প নয়। সম্পূরক ও পরিপূরক। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসরত অথবা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পক্ষে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে শিক্ষা গ্রহণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এসব ক্ষেত্রে অতি সহজেই যে কাউকে ভর্তির ও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দিতে পারবে। যেহেতু এখানে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না তাই ''ব্রেক অব স্টাডি'' এর কারণে দীর্ঘদিন লেখাপড়া থেকে দূরে থাকার পরও কেউ এখানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আপাততঃ ১৬টি বিষয়ে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিলটন কিন্‌স্ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ'টি বিষয় রয়েছে। থাইল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ। সুতরাং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও তেমনি হবে। এখানে বহু শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন।

শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়াই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত।

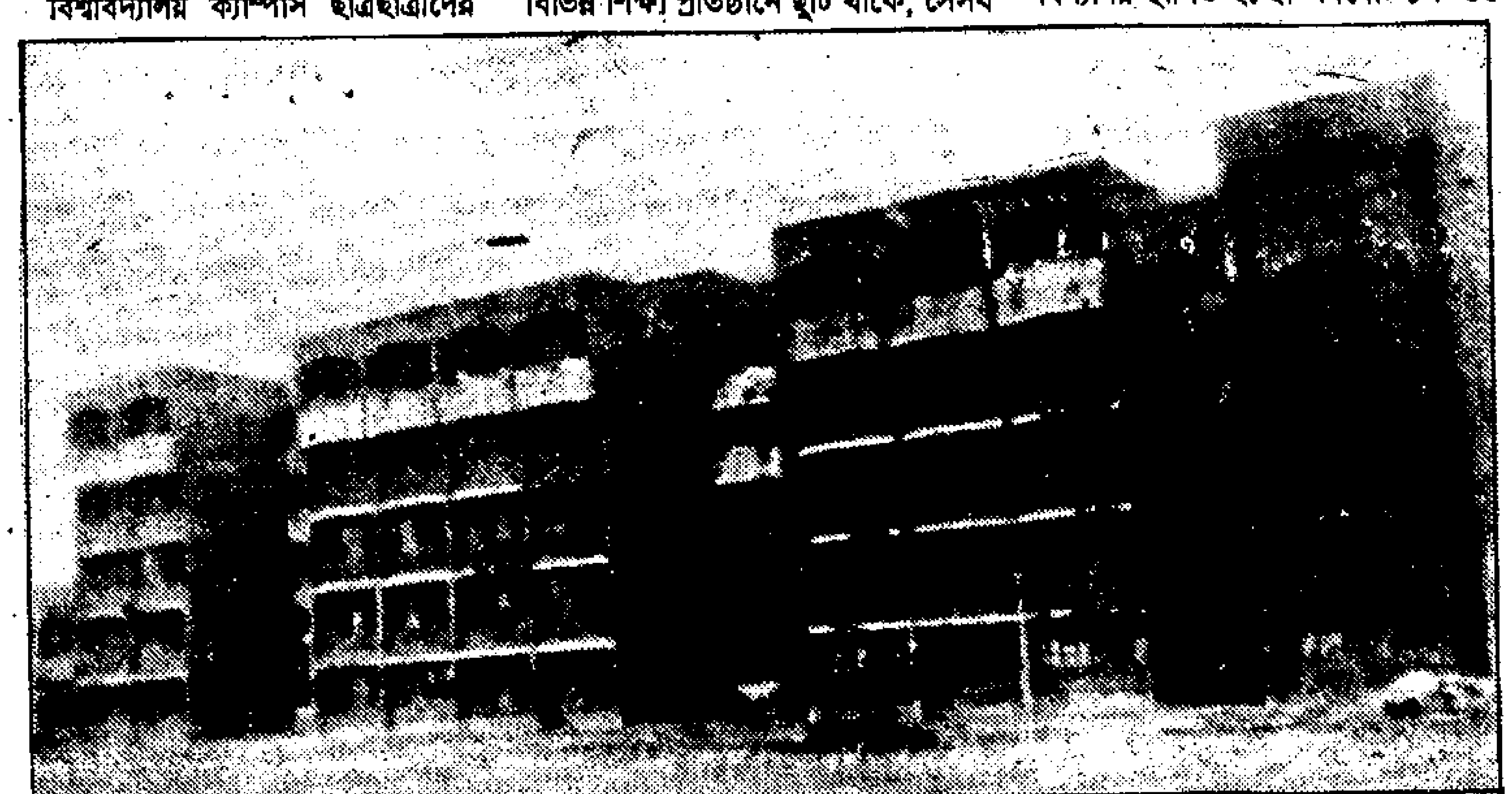

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন